৫০১১৯

বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ।

কৃষি ঋণ বিভাগ-১

এসিডি সার্কুলার লেটার নং-০২

তারিখ: ১৭ আষাঢ় ১৪৩৩ / ০১ জুলাই ২০২৬

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

'বাংলাদেশ ব্যাংক এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমন ফান্ড (বিবিএডিসিএফ)' গঠন প্রসঙ্গে।

'বাংলাদেশ ব্যাংক এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমন ফান্ড (বিবিএডিসিএফ)' সংক্রান্ত এ বিভাগ কর্তৃক ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে জারিকৃত এসিডি সার্কুলার নং-০৮ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২. বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যে সামগ্রিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনান্তে 'বিবিএডিসিএফ' কার্যকর করতে উক্ত সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ (অনুচ্ছেদ 'ক' হতে 'ছ') বাতিল করে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হলো:

ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতাধীন তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য নির্ধারিত পূর্ববর্তী অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অসমর্থ ব্যাংকসমূহের লক্ষ্যমাত্রার প্রাথমিকভাবে অনর্জিত অংশ (৩০ জুন ভিত্তিক বিবরণী অনুযায়ী) অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে কর্তন করে 'বিবিএডিসিএফ' এ জমা করা হবে। এছাড়াও, ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কৃষি ও পল্লী খাতে প্রদত্ত/বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের গুণগতমান পর্যালোচনায় অগ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত অংশ তাৎক্ষণিকভাবে কর্তনপূর্বক 'বিবিএডিসিএফ' এ জমা করা হবে;

খ. 'বিবিএডিসিএফ' এ অর্থ জমা হওয়ার ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে জমাকৃত অর্থ ৪% হার সুদে সর্বোচ্চ ১৮ মাস মেয়াদে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতাধীন ব্যাংকসমূহের চাহিদার প্রেক্ষিতে তাদের বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আনুপাতিক হারে বরাদ্দ প্রদান করা হবে। কোনো অর্থবছরে 'বিবিএডিসিএফ' এ জমাকৃত অর্থ বরাদ্দের জন্য কোনো আবেদন না পাওয়া গেলে বা কম পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের আবেদন পাওয়া গেলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কেইস টু কেইস ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। উল্লেখ্য, 'বিবিএডিসিএফ' এ জমা হওয়ার পর ব্যাংকের অনুকূলে অর্থ ছাড়করণের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (সর্বোচ্চ ৩০ কর্মদিবস) কোনো প্রকার সুদ প্রদান করা হবে না;

গ. নির্ধারিত ১৮ মাস মেয়াদ শেষে আদায়কৃত সুদ ও আসল পরবর্তী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে মূল অর্থ সংস্থানকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের অনুকূলে ফেরৎ প্রদান করা হবে;

ঘ. 'বিবিএডিসিএফ' হতে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত এ অর্থ কৃষি ও পল্লী ঋণ খাতে বিনিয়োগকারী ব্যাংক তাদের কৃষি ঋণ বিতরণের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার আওতায় প্রদর্শন করতে পারবে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী ব্যাংক প্রতি ত্রৈমাসিকে 'বিবিএডিসিএফ' হিসেবে ব্যবহৃত অর্থ আলাদাভাবে প্রদর্শনপূর্বক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হালনাগাদ প্রতিবেদন কৃষি ঋণ বিভাগ-১ এর নিকট দাখিল করবে যা বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে যাচাই (অনসাইট বা অফসাইট) করবে;

ঙ. 'বিবিএডিসিএফ' হতে গৃহীত অর্থ ব্যাংক নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সুদ/মুনাফাসহ আসলের সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করবে। গৃহীত অর্থ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধিত না হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব বিকলন করে তা আদায়/সমন্বয় করা হবে;

চ. ব্যাংকসমূহের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের 'কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা' অনুযায়ী ১০% হার সুদে কেবলমাত্র নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে (এমএফআই লিংকেজ ব্যতীত) কৃষি ও পল্লী ঋণ হিসেবে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে একক গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ এর সর্বোচ্চ সীমা হবে ৫০ লক্ষ টাকা;

ছ. মূল অর্থ সংস্থানকারী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক 'বিবিএডিসিএফ' এ জমাকৃত অর্থ উক্ত ব্যাংকের সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ (Statutory Liquidity Ratio হিসাবায়নে) হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে;

জ. কৃষক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ফান্ড ব্যবহারকারী ব্যাংকের উপর ন্যস্ত থাকবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না;

ঝ. 'বিবিএডিসিএফ' হতে গৃহীত অর্থের কোনো অংশ সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে সে পরিমাণ অর্থের উপর নীতি হারে (policy rate) সুদ/মুনাফা ধার্যপূর্বক এককালীন আদায় করা হবে;

ঞ. ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকসমূহের ঋণ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে 'বিবিএডিসিএফ' হতে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের ১% সুদের সমপরিমাণ অর্থ জমা করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে 'Risk Mitigation Fund' গঠন করতে হবে;

ট. 'বিবিএডিসিএফ' হতে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের ১% সুদের সমপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের স্থিতিপত্রের Common Equity Tier-1 (CET-1) মূলধনের উপাদান 'General Reserve' হিসাবের একটি খাত হিসেবে প্রদর্শনপূর্বক যথাযথভাবে Disclosure প্রদান করতে হবে;

ঠ. আলোচ্য ফান্ডের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো ধরণের আয় গ্রহণ কিংবা ব্যয় বহন করবে না এবং এ ফান্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনর্জিত অংশ কর্তন ও বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে নীতিগত বা অন্য কোনো জটিলতা তৈরি হলে তদ্‌প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;

ড. ব্যাংকসমূহ অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার ০২ (দুই) মাসের মধ্যে 'বিবিএডিসিএফ' ফান্ড হতে বরাদ্দ প্রাপ্তির আবেদন এ বিভাগে দাখিল করবে।

৩. এতদ্ব্যতীত উক্ত সার্কুলারে বর্ণিত অপরাপর নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে এবং এ সার্কুলার লেটারের নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৪. ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(দেবাশীষ সরকার)
পরিচালক (এসিডি-১)
আইপিঃ ০২৫৫৬৬৫০০১-৬/২০১৭০
ইমেইলঃ debashish.sarker@bb.org.bd